দৈনিক ইনকিলাব

156

তারিখ 2 1 OCT 1998
কলাম

কৃষি শিক্ষা ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা

মোঃ ইয়াসিন আলী

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং এ দেশের শিল্পগুলোও মূলতঃ কৃষিভিত্তিক শিল্প। কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নের উপরই গ্রামবাংলার আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। কৃষি উন্নয়নের পূর্বশর্ত আধুনিক কৃষি গবেষণা সার্ভিস এবং গবেষণালব্ধ লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য দক্ষ কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা ও চাষী প্রশিক্ষণ সার্ভিস প্রবর্তন। কার্যকর গবেষণা ও সম্প্রসারণ শিক্ষার পূর্বশর্ত আধুনিক কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত, দক্ষ কৃষি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর জনশক্তি তৈরী। বর্তমানে দেশে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন কৃষিবিদ কৃষি কলেজসমূহ হতে তৈরী হচ্ছে না, যা কৃষি উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় বলে গণ্য করা যায়।

১৮৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মরিল এ্যাক্ট অনুসরণে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে একটি করে কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যা পর্যায়ক্রমে কৃষি ও মেকানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ Texas A & M University-র নাম উল্লেখ করা যায়। এ সমস্ত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত উচ্চতর কৃষি শিক্ষা, প্রাদেশিক কৃষি গবেষণা এবং কৃষি সম্প্রসারণ-শিক্ষা ও চাষী প্রশিক্ষণ সার্ভিস বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারে পৃথক কৃষি বিভাগ নেই বললেই চলে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৮৬ সালে কৃষি গবেষণা সার্ভিস এ্যাক্ট এবং ১৯১৪ সালে কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা সার্ভিস এ্যাক্ট পাস হওয়ার পর ফ্রন্ট লাইন কৃষি সম্প্রসারণ উপদেষ্টা (কাউন্টি এজেন্ট) পদে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস করা কৃষি স্নাতক ডিগ্রীধারীদের নিয়োগ করা হয়। বর্তমানে সে দেশে ঐ পদে কৃষিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সমতুল্য পদ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 'ব্লক সুপারভাইজার' পদে সুষম ট্রেনিংপ্রাপ্ত কৃষি ডিপ্লোমা নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি, কৃষি গ্রাজুয়েট তো দূরের কথা। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রতি ইউনিয়নে একজন স্নাতক চিকিৎসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও কৃষি মন্ত্রণালয় অদ্যাবধি ইউনিয়ন পর্যায়ে স্নাতক কৃষিবিদ কৃষি সম্প্রসারণ উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগের জন্য কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে ১০ বৎসর পূর্বেই প্রতি ইউনিয়নে স্নাতক কৃষিবিদ কৃষি উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগের প্রয়োজন ছিল।

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথ কৃষি শি[illegible]মিশন ১৯৬০, ভারতের প্রতিটি প্রদেশে একটি করে কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জোর সুপারিশ করে, যার একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ও মেকানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ অনুসরণের জন্য সুপারিশ করে। উক্ত কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক ভারতের প্রতিটি প্রদেশে কমপক্ষে একটি করে কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ ও পেশওয়ার প্রদেশে অবস্থিত পৃথক তিনটি কৃষি কলেজকে পৃথক পৃথক তিনটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে বহু পূর্বেই। ফলে পাকিস্তানের কৃষি কলেজ সিস্টেম বিলুপ্ত করা হয়েছে। কৃষি কলেজ হতে উচ্চমানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর আধুনিক কৃষি গবেষক ও কৃষি সম্প্রসারণ উপদেষ্টা তৈরী করা সম্ভব নয় বলেই কৃষি কলেজ সিস্টেম ভারত ও পাকিস্তানে বিলুপ্ত করা হয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে, ভারত যেখানে ষাট দশকে কৃষি কলেজ সিস্টেম বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে এবং সত্তর দশকে পাকিস্তান ও তা অনুসরণ করেছে সেখানে বাংলাদেশ কিভাবে '৮০ ও '৯০ দশকে কৃষি কলেজ স্থাপন করে নিম্নমানের স্নাতক কৃষিবিদ তৈরী করে কৃষি উন্নয়নের অন্তরায় সৃষ্টি করছে। পাকিস্তান কৃষি কমিশন ১৯৬০-এর সুপারিশ মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং পশ্চিম পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, লায়ালপুর স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, ময়মনসিংহ পশু চিকিৎসা কলেজ এবং লায়ালপুর কৃষি কলেজ সংশ্লিষ্ট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করা হয়। ১৯৬১ সালে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থাপিত হওয়ায় এটা মূলতঃ একটি উচ্চতর কৃষি শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। ভারতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুরূপ আঞ্চলিক কৃষি উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন থেকে তা সম্ভব নয়।

১৯৭৪ সনে বাংলাদেশ কৃষিবিদ সমিতি যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ও মেকানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসরণ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশের প্রধান ৪টি কৃষি অঞ্চলে পৃথক পৃথক ৪টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, যশোর ও নোয়াখালী) আঞ্চলিক কৃষি উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে স্থাপনের জন্য ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন সমীপে সুপারিশ পেশ করে। উক্ত শিক্ষা কমিশন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বহাল রেখে দিনাজপুরে একটি নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিভাগে একটি করে কৃষি কলেজ, প্রতিটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খোলার সুপারিশ করেছে। প্রতিটি সরকারী ও বেসরকারী কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কৃষি বিভাগ খোলারও সুপারিশ করেছে। বিগত সরকারসমূহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বন অনুষদ, পটুয়াখালী ও দিনাজপুরে সরকারী কৃষি কলেজ, রাজশাহীতে বেসরকারী কৃষি কলেজ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন অনুষদ, মৎস্য অনুষদ ও কৃষি অনুষদ স্থাপন করেছে। বর্তমান সরকার কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গাজীপুরে স্নাতকোত্তর 'বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন করেছেন। সরকার আরও ৩টি আঞ্চলিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করে যশোর, কুমিল্লা, বগুড়া এবং ফরিদপুর জেলায় নতুন কৃষি কলেজ, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

আধুনিক কৃষি গবেষক এবং শিক্ষিত চাষীদের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ উপদেষ্টা কৃষি কলেজ হতে তৈরী করা সম্ভব নয় বিধায় আধুনিক কৃষি উন্নয়নের দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে একটি আঞ্চলিক কৃষি কলেজকে আঞ্চলিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চত্বর এবং সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোকে ভারতের অনুরূপ ২য় ও ৩য় বহিরাঙ্গনে উন্নীত করাই যুক্তিযুক্ত। রাজশাহী বিভাগে দিনাজপুর কৃষি কলেজকে হাজী মোঃ দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করে প্রস্তাবিত বগুড়া কৃষি কলেজকে ২য় ক্যাম্পাস এবং ঈশ্বরদীতে ৩য় ক্যাম্পাস স্থাপন করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে প্রস্তাবিত যশোরে নতুন কৃষি কলেজ স্থাপনের পরিবর্তে যশোরে একটি নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী কৃষি কলেজকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় ক্যাম্পাসে উন্নীতকরণ এবং বৃহত্তম নোয়াখালী জেলায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে কুমিল্লায় ২য় ক্যাম্পাস এবং বৃহত্তর সিলেটে ৩য় ক্যাম্পাস স্থাপন করা প্রয়োজন। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানান্তর করে ফরিদপুরে ২য় ক্যাম্পাস, রাজশাহী কৃষি কলেজকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে একীভূত করে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চত্বরে কৃষি অনুষদে উন্নীতকরণ করা যেতে পারে। এছাড়া রংপুর, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কোন কোন প্রস্তাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খোলা যেতে পারে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও বন অনুষদ স্থাপন করতে হবে। রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় উন্নয়ন সমিতি ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদ বহুদিন যাবত রাজশাহীতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমান বিআইটি), বৃহত্তর পাবনায় জাতীয় আখ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বৃহত্তর বগুড়ায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বৃহত্তর রংপুরের কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৃহত্তর দিনাজপুরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জোর দাবী জানিয়ে আসছে। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৮৮ সালে দিনাজপুরে হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজ স্থাপন করা হলেও বর্তমান সরকার একে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার ঘোষণা অদ্যাবধি দেননি। অথচ একই বিভাগে মাত্র ৫৫ মাইল দূরে ইপসাকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে যা প্রশংসনীয়।

(চলবে)